আপন মাহমুদ

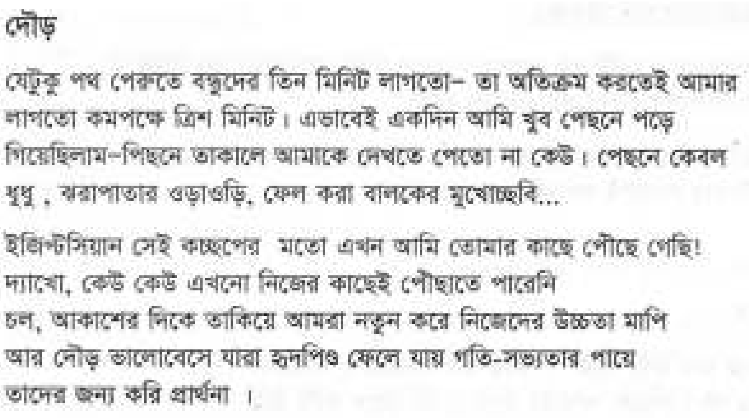

দৌড়

যেটুকু পথ পেরুতে বন্ধুদের তিন মিনিট লাগতো– তা অতিক্রম করতেই আমার
লাগতো কমপক্ষে ত্রিশ মিনিট। এভাবেই একদিন আমি খুব পেছনে পড়ে
গিয়েছিলাম–পিছনে তাকালে আমাকে দেখতে পেতো না কেউ। পেছনে কেবল
ধুধু , ঝরাপাতার ওড়াওড়ি, ফেল করা বালকের মুখোচ্ছবি...

ইজিপ্টসিয়ান সেই কচ্ছপের মতো এখন আমি তোমার কাছে পৌঁছে গেছি!
দ্যাখো, কেউ কেউ এখনো নিজের কাছেই পৌঁছাতে পারেনি
চল, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা নতুন করে নিজেদের উচ্চতা মাপি
আর দৌড় ভালোবেসে যারা হৃদপিণ্ড ফেলে যায় গতি-সভ্যতার পায়ে
তাদের জন্য করি প্রার্থনা ।

আমজাদ সুজন

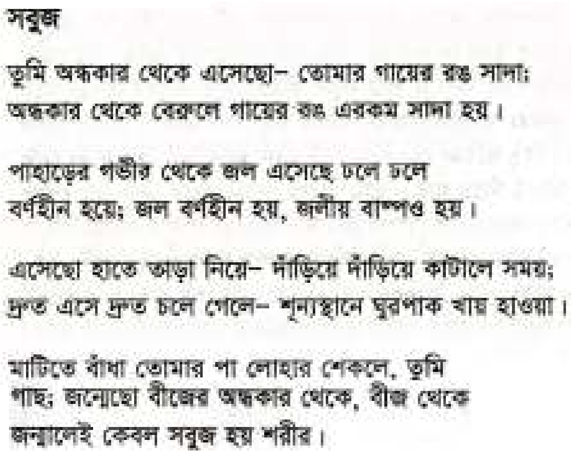

সবুজ

তুমি অন্ধকার থেকে এসেছো– তোমার গায়ের রঙ সাদা;
অন্ধকার থেকে বেরুলে গায়ের রঙ এরকম সাদা হয়।

পাহাড়ের গভীর থেকে জল এসেছে চলে চলে
বর্ণহীন হয়ে; জল বর্ণহীন হয়, জলীয় বাষ্পও হয়।

এসেছো হাতে তাড়া নিয়ে– দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটালে সময়;
দ্রুত এসে দ্রুত চলে গেলে– শূন্যস্থানে ঘুরপাক খায় হাওয়া।

মাটিতে বাঁধা তোমার পা লোহার শেকলে, তুমি
গাছ; জন্মেছো বীজের অন্ধকার থেকে, বীজ থেকে
জন্মালেই কেবল সবুজ হয় শরীর।

পলাশ দত্ত

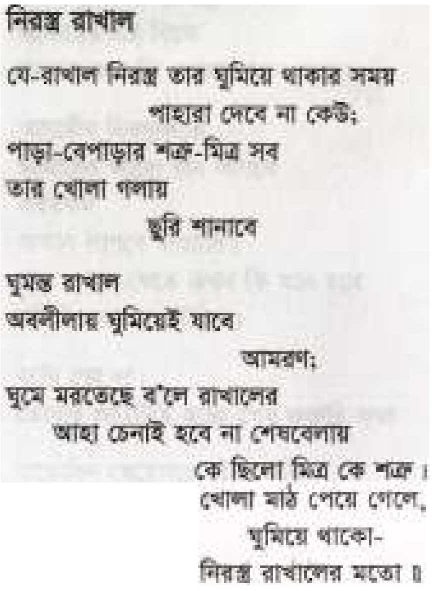

নিরস্ত্র রাখাল

যে-রাখাল নিরস্ত্র তার ঘুমিয়ে থাকার সময়
পাহারা দেবে না কেউ;
পাড়া-বেপাড়ার শত্রু-মিত্র সব
তার খোলা গলায়
ছুরি শানাবে

ঘুমন্ত রাখাল
অবলীলায় ঘুমিয়েই যাবে
আমরণ;
ঘুমে মরতেছে ব'লে রাখালের
আহা জেনাই হবে না শেষবেলায়
কে ছিলো মিত্র কে শত্রু।
খোলা মাঠ পেয়ে গেলে,
ঘুমিয়ে থাকো-
নিরস্ত্র রাখালের মতো ॥

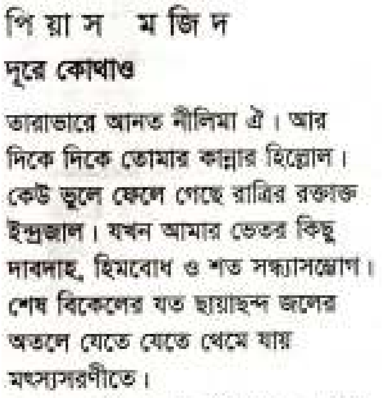

পিয়াস মজিদ

দূরে কোথাও

তারাভারে আনত নীলিমা ঐ। আর
দিকে দিকে তোমার কান্নার হিল্লোল।
কেউ তুলে ফেলে গেছে রাত্রির রক্তাক্ত
ইন্দ্রজাল। যখন আমার ভেতর কিছু
দাবদাহ, হিমবোধ ও শত সন্ধ্যাসম্ভোগ।
শেষ বিকেলের যত ছায়াছন্দ জলের
অতলে যেতে যেতে থেমে যায়
মৎস্যসরণীতে।
আমাকে বধির করে বাগিচায় জন্ম নেয়
সহস্র শিমুল আর পলাশভাষা।

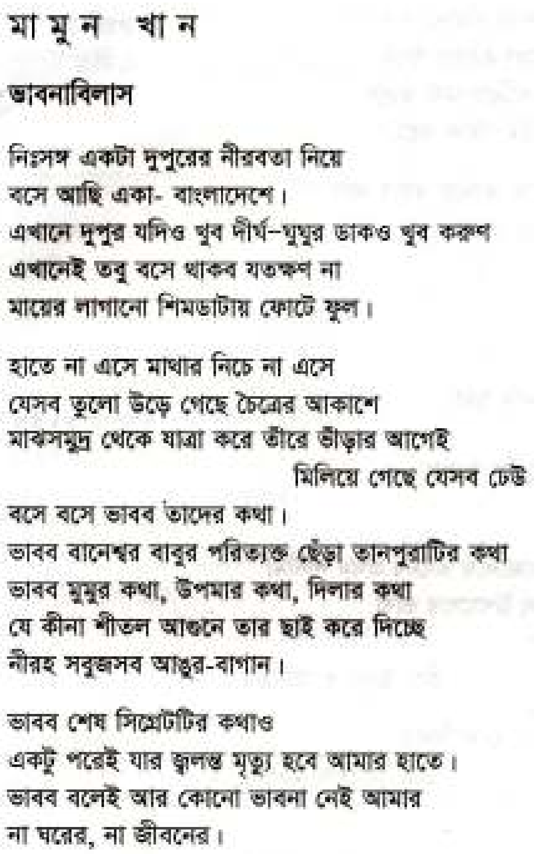

মামুন খান

ভাবনাবিলাস

নিঃসঙ্গ একটা দুপুরের নীরবতা নিয়ে
বসে আছি একা- বাংলাদেশে।
এখানে দুপুর যদিও খুব দীর্ঘ–ঘুঘুর ডাকও খুব করুণ
এখানেই তবু বসে থাকব যতক্ষণ না
মায়ের লাগানো শিমডাটায় ফোটে ফুল।

হাতে না এসে মাথার নিচে না এসে
যেসব তুলো উড়ে গেছে চৈত্রের আকাশে
মাঝসমুদ্র থেকে যাত্রা করে তীরে ভিড়ার আগেই
মিলিয়ে গেছে যেসব ঢেউ
বসে বসে ভাবব তাদের কথা।
ভাবব বানেশ্বর বাবুর পরিত্যক্ত ছেঁড়া তানপুরাটির কথা
ভাবব মুমুর কথা, উপমার কথা, দিলার কথা
যে কীনা শীতল আগুনে তার ছাই করে দিচ্ছে
নীরহ সবুজসব আঙুর-বাগান।

ভাবব শেষ সিগ্রেটটির কথাও
একটু পরেই যার জ্বলন্ত মৃত্যু হবে আমার হাতে।
ভাবব বলেই আর কোনো ভাবনা নেই আমার
না ঘরের, না জীবনের।

শুভাশিস সিনহা

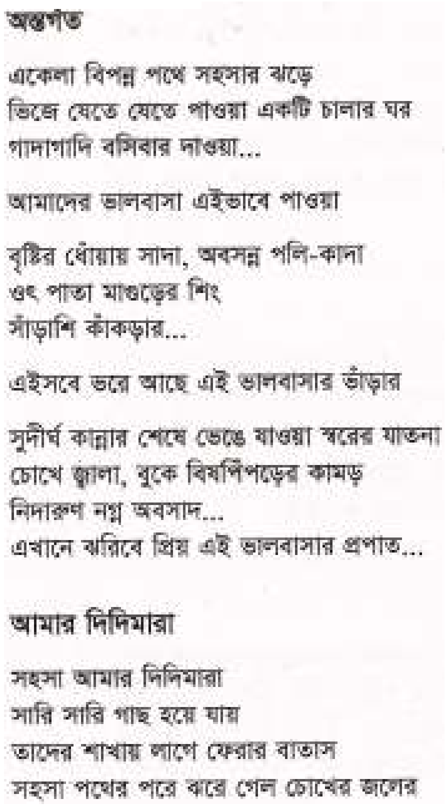

অন্তর্গত

একেলা বিপন্ন পথে সহসার ঝড়ে
ভিজে যেতে যেতে পাওয়া একটি চালার ঘর
গাদাগাদি বসিবার দাওয়া...

আমাদের ভালবাসা এইভাবে পাওয়া

বৃষ্টির ধোঁয়ায় সাদা, অবসন্ন পলি-কাদা
ওৎ পাতা মাগুড়ের শিং
সাঁড়াশি কাঁকড়ার...

এইসবে ভরে আছে এই ভালবাসার ভাঁড়ার

সুদীর্ঘ কান্নার শেষে ভেঙে যাওয়া স্বরের যাতনা
চোখে জ্বালা, বুকে বিষপিঁপড়ের কামড়
নিদারুণ নগ্ন অবসাদ...
এখানে ঝরিবে প্রিয় এই ভালবাসার প্রপাত...

আমার দিদিমারা

সহসা আমার দিদিমারা
সারি সারি গাছ হয়ে যায়
তাদের শাখায় লাগে ফেরার বাতাস
সহসা পথের পরে ঝরে গেল চোখের জলের

মাদল হাসান

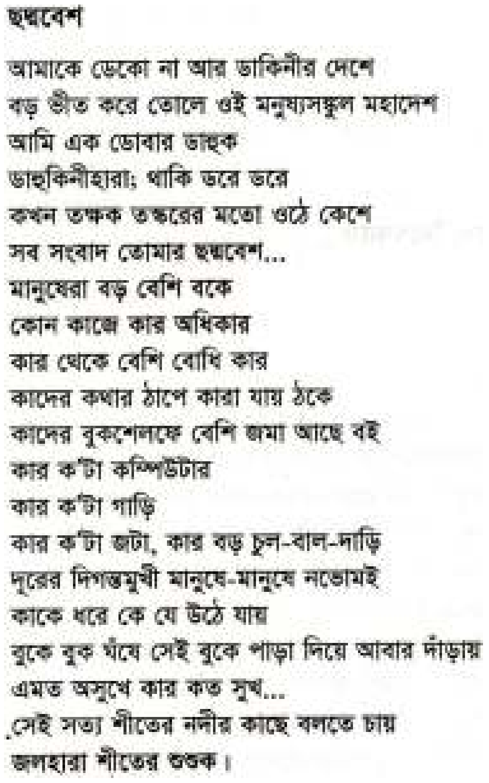

ছদ্মবেশ

আমাকে ডেকো না আর ডাকিনীর দেশে
বড় ভীত করে তোলে ওই মনুষ্যসঙ্কুল মহাদেশ
আমি এক ডোবার ডাহুক
ডাহুকিনীহারা; থাকি ভরে ভরে
কখন তক্ষক তস্করের মতো ওঠে কেশে
সব সংবাদ তোমার ছদ্মবেশ...
মানুষেরা বড় বেশি বকে
কোন কাজে কার অধিকার
কার থেকে বেশি বোধি কার
কাদের কথার ঠাপে কারা যায় ঠকে
কাদের বুকশেলফে বেশি জমা আছে বই
কার ক'টা কম্পিউটার
কার ক'টা গাড়ি
কার ক'টা জটা, কার বড় চুল-বাল-দাড়ি
দূরের দিগন্তমুখী মানুষে-মানুষে নভোমই
কাকে ধরে কে যে উঠে যায়
বুকে বুক ঘঁষে সেই বুকে পাড়া দিয়ে আবার দাঁড়ায়
এমত অসুখে কার কত সুখ...
সেই সত্য শীতের নদীর কাছে বলতে চায়
জলহারা শীতের শুশুক।